Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2023
DOI: https://doi.org/10.52805/xjewmt87

যুগে যুগে সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ: একটি ধারাক্রম পর্যালোচনা

মো: মিজানুর রহমান[১]

সার-সংক্ষেপ

মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলা হয়। অতএব হাদীসের উৎস হলেন স্বয়ং মহানবী (স.)। আর মহানবী (স.)-এর যুগ থেকেই হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন কাজের সূচনা হয়। এ সংকলন কার্য দীর্ঘসময়ে পর্যায়ক্রমে চূড়ান্তরূপ লাভ করে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশ হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মহানবীর সকল হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সংকলন কাজের পরিসমাপ্তি হয় বলে ধরে নেয়া হয়। হাদীসের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণে নিবেদিত একদল সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও প্রতিথযশা প্রবীণ মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের এ কাজে সবিশেষ অবদান রাখেন। এসব মহান মনীষী হাদীস মুখস্থ করার পাশাপাশি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। ফলে হাদীস সংকলনের সূচনা লগ্ন থেকে হাদীস সংকলনের চূড়ান্ত কাল পর্যন্ত সংকলিত হয় হাদীসের অনেক পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ। এসব হাদীসগ্রন্থই মূলত মহানবীর সকল হাদীসের ধারক-বাহক। এসব গ্রন্থের বাহিরে নতুন কোন হাদীসের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করেন ওলামা ও মুহাদ্দিসগণ। হাদীস সংকলনের চূড়ান্তকাল উত্তরণের পর অদ্যাবধি যেসব প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে যেমন হাদীসের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা নির্ণয়পূর্বক হাদীসগ্রন্থ সংকলন কিংবা হাদীসের বিষয়ভিত্তিক সংকলন ইত্যাদি রচনা করেছেন, হাদীস সংগ্রহে তারা মূলত হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন। সুতরাং হাদীসের কোন পাঠক বা গবেষক হাদীসের মূল উৎস সম্পর্কে জানতে চাইলে, তাকে এসব গ্রন্থের দিকে ফিরে যেতে হবে। খুব সঙ্গত কারণেই হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত যেসব হাদীসগ্রন্থ রচিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর কাছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক অমূল্য সম্পদ। কেননা হাদীস সম্ভার বা হাদীসের জ্ঞান সংরক্ষণে এগুলোই হলো মূল কিতাব। আর এ কারণেই হাদীসের সকল পাঠক ও গবেষকের এ কিতাবগুলোর ধারাক্রম, পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেননা এ বিষয়টি জানা থাকলে একজন পাঠক সহজেই হাদীসের মান ও অবস্থান বুঝতে পারবেন।

মূল শব্দসমূহ

হাদীস, হাদীস সংকলন, হাদীসগ্রন্থসমূহ, সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ।

ভূমিকা

হাদীস ইসলামী শরী'আর দ্বিতীয় উৎস। কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা। কুরআন বুঝা ও শরী'আহ মেনে চলার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। যে কারণে সাহাবায়ে কেরাম এবং সাহাবীদের পরবর্তী যুগে মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস সংরক্ষণে সবিশেষ গুরুত্ব দেন। হাদীস

[১] Professor & Adjunct Faculty, International Islami University of Science and Technology Bangladesh. Email: drmizanbiu@gmail.com

মুখস্থকরণ, সংকলন ও হাদীসের ওপর আমলের মাধ্যমে মূলতঃ হাদীস সংরক্ষণ করা হয়। মুহাদ্দেসীনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সকল হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ হয়। হাদীসকেন্দ্রীক নানাবিধ সংশয় ও সন্দেহ দূরীকরণে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানের আবিষ্কার করেন মুহাদ্দেসীনে কেরাম। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সহীহ ও যঈফ হাদীস আলাদা করা হয়। হাদীস একটি মৌলিক বিষয়। ইসলামী জীবনচর্চায় হাদীস আবশ্যিকভাবে মেনে চলতে হয়। সে কারণে হাদীসের জ্ঞানার্জন ফরজ। তবে হাদীসের মানগত অবস্থান জানা থাকলে মানসিক দৃঢ়তা ও প্রশান্তির সাথে হাদীসের ওপর আমল করা যায়। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের ধারাক্রম ও অবস্থান জানা থাকলে হাদীসের মানগত অবস্থান জানা সহজ হয়। অতএব, এ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বক্ষমান প্রবন্ধে হাদীস সংকলনের মূলকথা, মহানবীর যুগ থেকে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত রচিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থসমূহের ধারাক্রম, পরিচিতি ও অবস্থান, এসব গ্রন্থের সংরক্ষণ, অধ্যয়ন ও চর্চার গুরুত্ব এবং বর্তমান ও আগামী সময়ে নানা আঙ্গিকে হাদীস গবেষণা ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার প্রয়াস নেব।

হাদীস সংকলনের মূলকথা

মহানবী (স.) তাঁর উম্মতকে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন। মহানবী (স.) 'আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে কতিপয় বিধি-বিধান শিক্ষাদানের পর তাদেরকে বলেন, 'তোমরা একে ভাল রূপে মুখস্থ করে নাও এবং যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌঁছে দাও (আল বুখারী, হাদীস নং ৮৭, পৃ. ২৪)। বিদায় হজ্জের খুৎবায় লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশ্যে মহানবী (স.) বলেন, 'প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ইহা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন ব্যক্তির কাছে ইহা পৌঁছিয়ে দিবে যে ব্যক্তি তার চেয়ে (হাদীসের) উত্তম রক্ষক হবে। (আল বুখারী, হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮) মহানবীর এ নির্দেশ পালনে প্রথমে একদল সাহাবী, পরবর্তীতে তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও একদল হাদীসের নিবেদিত খাদিম সবিশেষ ভূমিকা পালন করেন। চারটি পদ্ধতি অবলম্বনে তথা হাদীস শিক্ষা গ্রহণ বা মুখস্থকরণ, হাদীস লিপিবদ্ধকরণ, হাদীস শিক্ষাদান এবং হাদীস মোতাবেক আমল করার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণে আন্তরিক প্রয়াস নেন হাদীসের খাদিমগণ। মহানবী (স.)-এর যুগ থেকেই হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সব হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ সমাপ্তি হয়। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের এ দীর্ঘ ইতিহাসকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

হাদীস সংকলনের প্রথম যুগ

এ যুগ হলো মহানবীর নবুওয়াতের প্রথম হতে ওমর ইবন আবদুল আযীযের খেলাফত লাভ (৯৯হি.) পর্যন্ত মোট ১১২ বছর। এ যুগ মূলত সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈদের যুগ। এ যুগের

শেষ পর্যন্ত সাহাবীরা জীবিত ছিলেন। মহানবীর সাহাবীদের মধ্যে যিনি সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তিনি হলেন আনাস ইবন মালেক (রা.)। তিনি ৯৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। এ যুগে সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈরা হাদীস শিক্ষা গ্রহণ বা মুখস্থকরণ, হাদীস লিপিবদ্ধকরণ, হাদীস শিক্ষাদান ও হাদীসের ওপর নিজেদের আমল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ

এ যুগ হলো হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথমাংশ। এ যুগ মূলত তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগ। এ যুগে হাদীস অনুযায়ী আমল অব্যাহত থাকে। এ যুগে হাদীস শিক্ষাকরণ, শিক্ষাদান, মুখস্থকরণ ও লিখন আরো বহু গুণে বেড়ে যায়।

হাদীস সংকলনের তৃতীয় যুগ

এ যুগ হলো হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশ হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। এ প্রায় তিন শতাব্দীর যুগ। এ যুগে হাদীস শিক্ষাকরণ ও শিক্ষাদান, হাদীস মুখস্থকরণ ও হাদীস মোতাবেক আমলের ধারা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে। হাদীস লিখনের ধারা আরো জোরদার হয়ে উঠে। এ যুগকে হাদীসের স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। এ যুগেই সমস্ত হাদীস রাবীদের নিকট হতে সংগৃহীত হয়ে কিতাবরূপে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। অতপর এমন কোন হাদীস কারও নিকট রয়েছে বলে অনুমান করা যায়না যা কোন না কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি (আ'জমী ২০০৮)।

হাদীস সংকলনের চতুর্থ যুগ

এ যুগ হলো হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পরের যুগ। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে অনাগত কাল পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত। এ যুগে বিভিন্ন দিক থেকে হাদীস নিয়ে গবেষণা ও হাদীস সংকলন রচনা করা হয়েছে ও তা অব্যাহত আছে। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, হাদীস সংকলনের এ মহৎ কাজ মহানবীর সময় থেকে শুরু হলেও দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীতে একাজ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং মহান রবের অপার অনুকম্পায় একাজের নিখুঁত ও সুন্দর পরিসমাপ্তি হয়। এরপর আর নতুন কোন হাদীস নতুন কোন সনদে লেখার অবকাশ নেই কিংবা এমন কোন হাদীস নেই যা সনদসহ ইতোমধ্যে লেখা হয়নি।

তবে মুহাদ্দেসীনরা মহানবী (স.)-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীস সংকলন করেন। কেউ কেউ সরাসরি মহানবী (স.)-এর কিছু বাণী সংকলন করেন। যেমন আলী (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) সংকলিত সহীফাসমূহ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ দুটো সহীফা সাহাবীদের

যুগে সংকলন করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম ও মর্যাদা অনুসারে হাদীস সংকলন করেন। যেমন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সংকলিত 'মুসনাদে আহমদ'। আবার কেউ কেউ হাদীস সংকলন করেন বর্ণনাকারীদের নামের আক্ষরিক বিন্যাসে। যেমন ইমাম তবারানীর 'আল-মু'জামআল-কবীর ওয়াসসগীর'। কেউ কেউ সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কেবল সহীহ হাদীসের সংকলন রচনা করেন। 'সহীহ আল-বুখারী', 'সহীহ মুসলিম' ও 'আস-সুনান আল-আরবা'আ'[২] তথা চারটি সুনানগ্রন্থসহ 'সহীহ ইবন খুযাইমাহ' ও 'সহীহ ইবন হাব্বান'-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আবার হাদীসের কোন কোন সংকলন এমন পাওয়া যায় যা সংক্ষেপণমূলক। অর্থাৎ এসব সংকলনে সনদ সংক্ষেপণ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ইমাম নববীর 'রিয়াদুস সালিহীন' ও ইমাম আল-খতীব আত-তিবরীযীর 'মিশকাতুল মাসাবীহ'। তদুপরি সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মওযূ'বা বানোয়াট হাদীসের ওপরও স্বতন্ত্র সংকলন রচিত হয়। যেমন ইমাম ইবনুল জওযী (৫৯৭হি.) রচিত গ্রন্থ 'আল-মাওযূ'আত'। ইমাম সুয়ূতী (৯১১হি.) উক্ত গ্রন্থটিকে সংক্ষেপণ করে 'আল-লাআলী আল মাসনূ'আহ' রচনা করেন। সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ ও যঈফ হাদীস নির্ণয়ের এ কার্যক্রম মুহাদ্দিসরা এখনও অব্যাহত রেখেছেন। এ অব্যাহত প্রয়াসের অংশ হিসেবেই বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী সনদের মানগত অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ ও যঈফ হাদীসের পৃথক দুটো সংকলন রচনা করেন। তাছাড়া আধুনিক যুগের মুহাদ্দিসদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামাহ, শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গোদ্দাহ বহু হাদীস গ্রন্থের তাহকীক ও তাখরীজ করেছেন। এমনি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অবলম্বনে বহু হাদীসগ্রন্থ সংকলিত, সম্পাদিত ও লিপিবদ্ধ হয়। এরূপ নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসগ্রন্থ চয়ন ও সংকলনের কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হাদীস সংকলক ও সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের ধারাক্রম, পরিচয় ও অবস্থান

ক. মহানবী (স.)-এর যুগ

মহানবী (স.)-এর ওফাতের আগ পর্যন্ত সময়কালকে মহানবীর যুগ বলে ধরা হয়েছে। এ যুগে কেবলমাত্র সাহাবীরা হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনে সবিশেষ অবদান রাখেন। এ যুগে সাহাবীরা হাদীস শিক্ষা গ্রহণ বা মুখস্থকরণ, হাদীস শিক্ষাদান এবং হাদীসের ওপর 'আমলের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ করেন। এ যুগে কোন হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়নি। তবে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) মহানবীর (স.) অনুমতিক্রমে হাদীস লিখে রাখতেন। তার সংকলিত পাণ্ডুলিপিটি 'আস-সহীফাহ আস-সাদিকাহ' নামে খ্যাত। তাছাড়া মহানবী (স.)-

[২].'আস-সুনান আল-আরবা'আহ' বলতে সুনানুন নাসাঈ, সুনানুত তিরমিযী, সুনান আবি দাউদ ও সুনান ইবন মাজাহ-এ চারটি সুনান গ্রন্থকে বুঝানো হয়ে থাকে।'সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম।

এর সময় অনেক দাওয়াতনামা, হেদায়াতনামা, নির্দেশপত্র, চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখা হয়। এসবের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য নয়। ডক্টর হামীদুল্লাহ ১৪১টি লেখার বিবরণ দান করেছেন। এসবগুলোই রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস বলে অন্তর্ভূক্ত। অতএব বলা যায় যে, হাদীস লেখার কাজ মহানবীর যুগ থেকেই শুরু হয়।

খ. সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈদের যুগ

এ যুগ হলো মহানবীর নবুওয়াতের প্রথম হতে ওমর ইবন আবদুল আযীযের খেলাফত লাভ (৯৯হি.) পর্যন্ত মোট ১১২ বছর। এ যুগ মূলত সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈদের যুগ। এ যুগে সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈরা হাদীস মুখস্থকরণ এর পাশাপাশি হাদীস লিখে রাখতেন। এ যুগে সমস্ত হাদীস সামগ্রিকভাবে একত্রিত করা হয়নি। এ যুগে যিনি যে বিষয়ের যে হাদীসকে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছেন, স্মরণলিপি স্বরূপ তিনি কেবল সে হাদীসকেই লিখে নিয়েছেন অথবা যিনি যা শুনেছিলেন তা লিখে নিয়েছেন। অতপর হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে স্বনামখ্যাত তাবেঈ ইমাম ইবন শিহাব আয-যুহরী প্রথম হাদীসসমূহকে সামগ্রিকভাবে একত্রিত করার প্রয়াস নেন। কিছু সংখ্যক প্রবীণ তাবেঈ তাদের ওস্তাদ সাহাবীদের সামনেই তাদের হাদীস লিখে নিতেন। সাহাবীরা হিজরী প্রথম শতাব্দী পর্যন্তই জীবিত ছিলেন। এ যুগে সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈরা বিচ্ছিন্নভাবে পাণ্ডুলিপি আকারে হাদীস লিখে রেখেছেন।

গ. তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনদের যুগ

এ যুগ হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথমাংশ। এ যুগ তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগ। এ যুগে হাদীস সংকলন বহু গুণে বেড়ে যায়। এ যুগে তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনরা হাদীস মুখস্থ করেছেন। হাদীস লিখে রেখেছেন। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে খলীফা ওমর ইবন আবদুল আযীয (মৃ. ১০১ হি.) ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য মদানীর শাসনকর্তা আবূ বকর ইবন হাজম (মৃ. ১১৭ হি.) এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ওলামা ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ফরমান জারি করেন এবং বলেন:

أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولاتقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم و ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لايهلك حتى يكون سرا.

-অর্থাৎ আপনারা রসূল (স.)-এর হাদীস তালাশ করে সংগ্রহ করুন। আমার আশংকা হচ্ছে যে, ওলামাদের (সাহাবী ও তাবেঈন) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাদীসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! রসূলুল্লাহর হাদীস ব্যতীত অপর কারো হাদীস গ্রহণ করবেন না। এতদ্ব্যতীত আপনারা সর্বত্র মজলিস কায়েম করে হাদীস শিক্ষা দিতে থাকুন, যাতে যাদের জানা নেই

তারা জানতে পারে। কেননা, এলম যখন গোপন করা হয় (অর্থাৎ তার চর্চা করা না হয়) তখন তা বিলুপ্ত হয়ে যায় ('সহীহ আল বুখারী)। এ আদেশের ফলে হাদীস সংগ্রহ করার এক বিরাট সাড়া পড়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমরা (তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈরা) হাদীস সংগ্রহ ও লেখার কাজে ওঠে-পড়ে লাগেন। এ যুগে তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনরা হাদীস মুখস্থকরার পাশাপাশি হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন নাদীম (মৃ. ৩২৬) তাঁর 'আলফিহরিস্তান' নামক গ্রন্থ-পরিচিতি গ্রন্থে দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত প্রায় অর্ধশত হাদীসগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। এ যুগের কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ, রচয়িতাদের পরিচয় ও ধারাক্রম নিম্নরূপ:

এক. ইমাম যুহরী (রহ.) রচিত 'মুসনাদুয যুহরী' (مُسْنَدُ الزُّهْرِيِّ)

ইমাম যুহরী (রহ.) ৫৮ হিজরীতে মু'আবিয়ার (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুরো নাম হলো মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন শিহাব আয-যুহরী। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিয, 'আবিদ ও যাহিদ। ইমাম যুহরী ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি মদীনায় লেখা পড়া করেন। অনেক সাহাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন ইমাম যুহরী (রহ.)। ইমাম যুহরী হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি মদীনার বড় বড় মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, لَوْ لَا الزُّهْرِيُّ لَذَهَبَ السُّنَنُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ-অর্থাৎ ইমাম যুহরী না হলে মদীনার হাদীসসমূহ বিলীন হয়ে যেত। ইমাম যুহরী তাঁর সংগৃহীত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে দু'হাজার সহীহ হাদীসের সন্নিবেশে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যা পরবর্তীতে 'মুসনাদুযযুহরী' (مُسْنَدُ الزُّهْرِيِّ) নামে পরিচিতি লাভ করে। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে এটিই প্রথম সংকলিত হাদীসগ্রন্থ। ইমাম যুহরী হাদীসের সনদ বর্ণনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতেন (সুররাব, আয-যুহরী) । তিনি কেবল হাদীসের সনদের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেননি, বরং হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়েরও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করতেন। রাবী বা বর্ণনাকারীর দীন-দারীতা, বিশ্বস্ততা, স্মৃতিশক্তির প্রবলতা এবং বর্ণিত হাদীসের মতন বা মূলভাষ্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে যেটিকে সহীহ মনে করেছেন, কেবল সে হাদীসকেই তিনি গ্রহণ করেছেন (হোসেন ২০০৯)।

দুই. ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) রচিত 'কিতাবুল আসার' (كتاب الأثار)

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) খলীফা 'আব্দুল মালিকের শাসনামলে ইরাকের কূফা নগরীতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৭২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন(আয-যাহাবী, ১৩৪৯ হি.)। ইমাম আবূ হানীফাহ

(রহ.) ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফাহ, উপাধি 'আল-ইমামুল আ'যম'। ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) অত্যন্ত মেধাবীছিলেন। তিনি ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্র উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) ৪০ হাজার হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ১০৬৭টি হাদীস নিয়ে 'কিতাবুল আসার' (كتاب الآثار) নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন ও কঠোর শর্তারোপের মাধ্যমে তিনি হাদীস গ্রহণ করতেন। ফলে তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম (আমীন) । এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) বলেন, আমার নিকট কয়েক সিন্দুক পরিমাণ হাদীস ছিল, আমি তা থেকে অল্প পরিমাণ হাদীস গ্রহণ করেছি, যা ব্যবহারিক জীবনে উপকার দেবে। ইয়াহ্ইয়া ইবন ম'ঈন বলেন, ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। তিনি মুখস্থ ছাড়া কোনো হাদীস বলতেন না (থানভী) ।

তিন. ইমাম মালিক (রহ.) রচিত 'আল-মুয়াত্তা' (الموطأ)

ইমাম মালিক (রহ.) ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মালিক, কুনিয়ত আবূ 'আব্দিল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ। ইমাম মালিক (রহ.) বড় বড় তাবিঈ পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ইবন শিহাব আয-যুহরীর নিকট দীর্ঘ সময় হাদীস ও মাগাযী অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বড় মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ ছিলেন। তিনি মদীনায় প্রায় ৫০ বছর ধরে হাদীস ও ফিকহের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) দীর্ঘ ৪০ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে দশ হাজার হাদীস নির্বাচন করেন। এরপর তিনি তাঁর নীতিমালার মানদণ্ডে উক্ত দশ হাজার হাদীসকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাত্র এক হাজার সাতশত কুড়িটি হাদীস নির্বাচন করে তাঁর অনন্য কীর্তি 'আল-মুয়াত্তা' (الموطأ) সংকলন করেন। তিনি হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের বলিষ্ঠতা ও মতন বা বক্তব্য বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করতেন (হোসেন) ।

চার. ইমাম শাফিঈ (রহ.) রচিত 'মুসনাদ' (المسند)

ইমাম শাফিঈ (রহ.) ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবু 'আব্দিল্লাহ। উপাধি নাসিরুস সুন্নাহ। নিসবতী নাম শাফিঈ। ইমাম শাফিঈ (রহ.) মাত্র সাত বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন মজীদ হিফয করেন এবং দশ বছর বয়সে ইমাম মালিকের 'মু'য়াত্তা' মুখস্থ করেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) সমকালীন হাদীসের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খ্যাতনামা মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সহীহ ও যঈফ হাদীস নিরূপণ, ইলমুর রিজাল, ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল

সম্পর্কে অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ১৬৭৫ টি হাদীস সন্নিবেশিত 'মুসনাদ' (المسند) নামক একটি হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন।

পাঁচ. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) রচিত 'মুসনাদ' (المسند)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল সমকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি কূফা, মক্কা, মদীনা, বসরা, সিরিয়া, ইয়ামান ও জাযীরাহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করেন (খলীফা ১৪০২ হি) । তিনি তাঁর সংগৃহীত সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে ত্রিশ হাজার হাদীস নির্বাচন করে 'আল-মুসনাদ' নামক হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে হাদীস সংযোজনের ফলে শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার (খান ১৯৮৫ খ্রি.)

এ যুগে রচিত আরো কতিপয় হাদীসগ্রন্থ ও রচয়িতার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ইমাম মকহুল শামী (মৃ. ১১৬ হি.), ২. কিতাবুল ফারায়েজ (كتاب الفرائض), আবূ হেশাম মুগীরা ইবন মাকসাম (মৃ. ১৬৩ হি.), ৩. কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ইমাম আবদুল মালেক ইবন জোরাইজ (মৃ. ১৫০ হি.), ৪. কিতাবুস সুনান (كتاب السنن) , সাঈদ ইবন আবি আরূবা (মৃ. ১৫৭ হি.), ৫. কিতাবুস সুনান, (كتاب السنن), ইবন আবি জে'ব (মৃ. ১৫৯ হি.), ৬. কিতাবুস সুনান, (كتاب السنن), ইমাম আওযাঈ (মৃ. ১৫৯ হি.), ৭. কিতাবুল জামে'উল কবীর, (كتاب الجامع الكبير), ইমাম সুফয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), ৮. কিতাবুল জামে'উস সগীর, (كتاب ا لجامع الصغير) ইমাম সুফয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), ৯. কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহ্‌দ ও কিতাবুল মানাকিব,كتاب السنن كتاب الزهد و كتاب المناقب- জায়েদা ইবনে কোদামা ছকফী (মৃ. ১৬১ হি.), ১০. কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালেমা (মৃ. ১৬৫ হি.), ১১. কিতাবুল মাগাজী (كتاب المغازي), আবদুল মালিক ইবন মোহাম্মদ ইবন আবূ বকর ইবন হাজম (মৃ. ১৭৬ হি.), ১২. কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহদ ও কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, كتاب السنن كتاب الزهد و كتاب البر والصلة -ইমাম আবদুল্লাহ ইবন মোবারক (মৃ. ১৮১ হি.), ১৩. কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), আবূ সাঈদ ইয়াহইয়া ইবন জাকারিয়া ইবনে জায়েদা (মৃ. ১৮৩ হি.), ১৪. কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), হুশাইম ইবনে বশীর (মৃ. ১৮৩ হি.), ১৫. কিতাবুত তহারাত, কিতাবুস সলাত ও কিতাবুল মানাসিক, كتاب الطهارة كتاب الصلواة و كتاب المناسك -ইমাম ইসমাঈল ইবন উলাইয়া (মৃ. ১৯৩ হি.), ১৬. কিতাবুস সুনান ও কিতাবুল মাগাযী (كتاب السنن و كتاب المغازي), ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম (মৃ. ১৯৪ হি.), ১৭. কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহদ, কিতাবুস সিয়াম ও কিতাবুদ দো'আ, (كتاب

السنن كتاب الزهد كتاب الصيام و كتاب الدعاء), মোহাম্মদ ইবনে ফোজাইল ইবন গোজওয়ান (মৃ. ১৯৫ হি.), ১৮. কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ইমাম ওয়াকী' ইবনে জাররাহ (মৃ. ১৯৭ হি.), ১৯. কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুস সলাত ও কিতাবুল কেরা'আত, كتاب المناسك كتاب الصلواة و كتاب القراءة -ইমাম আবূ মোহাম্মদ ইসহাক আজরক (মৃ. ১৯৫ হি.), ২০. কিতাবুল খারাজ (كتاب الخراج), ইমাম ইয়াইয়া ইবন আদম (মৃ. ২০৩ হি.), ২১. কিতাবুল ফারায়েজ (كتاب الفرائض), ইমাম এজীদ ইবনে হারূন (মৃ. ২০৬ হি.), ২২. কিতাবুস সুনান ও কিতাবুল মাগাযী (كتاب السنن و كتاب المغازي), ইমাম আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম সন'আনী (মৃ. ২১১ হি.), ২৩. আল জামে' (الجامع), ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃ. ১৫১ হি.), ২৪. কিতাবুল মাগাযী, (كتاب المغازي), আবূ মা'শার নজীহ সিন্দী (মৃ. ১৭০ হি.), ২৫. কিতাবু যম্মুল মালাহী (كتاب ذم الملاحي), ইবনে আবিদ্দুনয়া (মৃ. ১৮০ হি.), ২৬. কিতাবুল খারাজ (كتاب الخراج), ইমাম আবূ ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হি.), ২৭. মোআত্তা (الموطأ), ইমাম মোহাম্মদ (মৃ. ১৮৯ হি.), ২৮. মোআত্তা কবীর (الموطأ الكبير), আবদুল্লাহ ইবন ওহাব (মৃ. ১৯৭ হি.), ২৯. আহওয়ালুল কিয়ামাহ (أحوال القيامة), আবদুল্লাহ ইবন ওহাব (মৃ. ১৯৭ হি.), ৩০. কিতাবুল উম্ম§ (كتاب الأم), ইমাম শাফেঈ (মৃ. ২০৪ হি.)।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এ সকল হাদীস গ্রন্থের অধিকাংশ আজ পাওয়া না গেলেও তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। ইবন নাদীম এ সকল গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকটতম যুগের লোক ছিলেন বলে তিনি স্বয়ং এগুলোর প্রায় সব কটি দেখেছিলেন বা এ সম্পর্কে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছিলেন। তৃতীয় শতাব্দীর হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসগণ এ সকল গ্রন্থকারদের থেকে শুনে সে সকল গ্রন্থের প্রায় সমস্ত হাদীসই তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন (আ'জমী) ।

তাবে'-তাবেঈন ও তাদের পরবর্তী যুগ

তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশ হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীর দীর্ঘ সময় এ যুগ বলে বিবেচিত। এ যুগে হাদীস সংকলন জোরদার হয়ে উঠে। এ যুগকে হাদীস সংকলনের সোনালী যুগ বলা হয়। এ যুগে সমস্ত হাদীস রাবীদের নিকট হতে সংগৃহিত হয়ে কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। অতপর কোন হাদীস কারোও নিকট রয়েছে বলে অনুমান করা যায় না যা কোন না কোন হাদীসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ যুগেই হাদীসের ছয়জন প্রসিদ্ধ ইমামের আবির্ভাব হয়। এ যুগেই সনদ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহীহ হাদীসকে যঈফ হাদীস থেকে আলাদা করা হয়। এ যুগেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসকে সাহাবী ও তাবেঈদের আসার হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করার নীতি গৃহীত হয়। এ যুগে এত অধিক হাদীসের গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে যার পূর্ণ ফিহরিস্ত দেয়া এখানে সম্ভবপর নয়। শুধু কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম, পরিচয় ও অবস্থান তুলে ধরা হলো।

এক. ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত 'সহীহ আল বুখারী'

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীন-এর শাসনামলে ১৯৪ হিজরী সালে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরীতে সমরকন্দ থেকে ২ ফারসাখ দূরে 'খরতংক' নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। হিজরী তৃতীয় শতকে যে সব মুহাদ্দিস হাদীস শাস্ত্রে সবচে' বেশি অবদান রেখেছেন, ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিয, হাদীসের সনদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সুপণ্ডি, 'আবিদ, যাহিদ, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ। হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হাদীসের বিশ্বনন্দিত এক অপ্রতিদ্বন্দী ইমাম হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই হাদীসের প্রতি ইমাম বুখারীর ছিল গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা। হাদীসের প্রতি তাঁর এ গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহাই তাঁকে পরবর্তীতে হাদীসের জগতে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দুর্গম ও গিরিসংকুল পথ অতিক্রম করে তিনি ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন (আল-আ'লাম, ১৯৯৭) । ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৭২৭৫ টি (পুনরুক্তি সহ) বা ২৭৬১ টি (পুনরুক্তি ব্যতীত) হাদীস নিয়ে 'সহীহ আল বুখারী' সংকলন করেন। আল-ইরাকী বলেন, أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيْ الصَّحِيْحِ مُحَمَّدٌ وَ خَصَّ فِيْ التَّرْجِيْحِ.- অর্থাৎ একমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম রচনা করেন ইমাম মুহাম্মদ বুখারী (রহ.) (আস-সাখাভী ১৯৯৬.) ।

দুই. ইমাম মুসলিম (রহ.) রচিত 'সহীহ মুসলিম'

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইরানের খোরাসান প্রদেশের নায়সাপুর নামক স্থানে ২০২ হিজরী (ইবন কাসীর, ১৪১৫হি), মতান্তরে ২০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন (আল-জাযেরী, ১৪১৪ হি.), এবং ২৬১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নাম মুসলিম, উপনাম আবূল হুসাইন, উপাধি 'আসাকিরুদ্দীন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে সব মুহাদ্দিস হাদীসের জগতে বিশাল অবদান রাখেন, তিনি তাদের মধ্যে অনন্য। হাদীস সমালোচনা ও রিজালশাস্ত্রে তাঁর ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, হুজ্জাহ এবং হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তিনি ইমাম বুখারীসহ তৎকালীন খ্যাতিমান অনেক মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম' বিশ্বময় সমাদৃত ও সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর স্বীয় ওস্তাদদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৪,০০০ (পুনরুক্তি ব্যতীত) হাদীস নিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করে 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থটি সংকলন করেন।

তিন. ইমাম নাসাঈ (রহ.) রচিত 'আস-সুনান'

ইমাম নাসাঈ (রহ.) ২১৫ হিজরীতে খুরাসান প্রদেশের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন (আয-যাহাবী) এবং ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নাম আহমদ। উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান। ইমাম নাসাঈ (রহ.) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, হাদীসের সমালোচক এবং ইসলামের নানাবিধ বিষয়ের এক সুমহান পণ্ডিত। তিনি তাঁর সমসাময়িক যুগে ইসলামী বিশ্বের নানা দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। হাদীস ছাড়াও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সংকলিত ও রচিত হাদীস গ্রন্থ 'আস-সুনান' মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে' বেশি সমাদৃত হয়েছে। ইমাম নাসাঈ (রহ.) দীর্ঘকাল হাদীস সংগ্রহের পর প্রথম 'আস-সুনান আল-কুবরা' নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু এ হাদীস গ্রন্থে সহীহ ও যঈফ উভয় প্রকারের হাদীস বিদ্যমান ছিল। 'আস-সুনান আল-কুবরা' সংকলনের পর রামলার তৎকালীন আমীর হাদীসের সংকলনটি দেখার ইচ্ছা পোষণ করলে ইমাম নাসাঈ তা আমীরের সামনে পেশ করেন। তখন আমীর তাকে জিজ্ঞেস করেন, أكل ما فيها صحيح- অর্থাৎ এতে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস কি সহীহ? ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর জবাবে বলেন, এতে সহীহ, হাসান এবং এ দুটোর কাছাকাছি হাদীস রয়েছে। এতে আমীর তাঁকে বলেন,আপনি আমার জন্য শুধু সহীহ হাদীসকে পৃথক করে একটি গ্রন্থ সংকলন করুন। তখন তিনি 'আস-সুনান আল-কুবরা' থেকে যঈফ হাদীসগুলো ছাটাই করে ৫৭৫৪ টি হাদীস নিয়ে 'আস-সুনান আস-সুগরা' সংকলন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'আল-মুজতবা মিনাস-সুনান' (اَلْمُجْتَبَى مِنَ السُّنَنِ)|(আযীয আল-খুলী, ১৪০৬ হি) ইমাম নাসাঈ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি হাদীস গ্রহণে যেসব শর্ত আরোপ করেন তা ছিল অত্যন্ত কঠোর। ইমাম নাসাঈ রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীদের নানাদিক অত্যন্ত গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। যেসব হাদীস তাঁর স্বীয় অনুসৃত নীতিমালার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি কেবল সেসব হাদীসই গ্রহণ করেন।

চার. ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) রচিত 'সুনান'

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ২০২ হিজরীতে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন (আল-বাগদাদী) এবং ২৭৫ হিজরীতে বসরায় ইন্তিকাল করেন (ইবনু কাসীর)। তাঁর নাম সুলায়মান, উপনাম আবূ দাউদ। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের ইমাম, হাদীস সমালোচক, মুফাসসির ও ফকীহ। হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাদীস বিষয়ে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি লক্ষ লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশত হাদীস নিয়ে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থটি সংকলন করেন।

পাঁচ. ইমাম তিরমিযী (রহ.) রচিত 'আল-জামি'

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৯ হিজরীতে তিরমিয শহরের 'বুগ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। কুনিয়ত আবূ ঈসা। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে সব মুহাদ্দিস হাদীসের জগতে প্রতিভাদীপ্ত ও অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, ইমাম তিরমিযী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাদীসের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সুপণ্ডিত, ফিকহ ও ইসলামী নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। হাদীসের জ্ঞান আহরণে ইসলামী দুনিয়ার নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করেন। তিনি 'আল-জামি' হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ গ্রন্থটি সব স্তরের পাঠকের কাছে সমাদৃত ও অতীব সহজবোধ্য।

ছয়. ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) রচিত 'সুনান'

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) ২০৯ হিজরীতে ইরাকের কাযভীন নামক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন (আয-যাহাবী) এবং ২৭৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন(আল-মুনতাযাম) । তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তিনি ইবন মাজাহ নামেই সমধিক পরিচিত। ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ মুহাদ্দিস ও হাদীস সমালোচক। তিনি হাদীসের জ্ঞানার্জন ও হাদীস সংগ্রহের জন্য তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার হাদীসসমৃদ্ধ স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) লক্ষাধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস সংকলনের মাধ্যমে স্বীয় 'সুনান' গ্রন্থ রচনা করেন।

সাত. ইমাম আল হাকেম আন-নায়সাপুরী (রহ.) রচিত 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন'

ইমাম আল-হাকেম আন-নায়সাপুরী (রহ.) ৩২১ হিজরীতে নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন (আল-কাত্তানী) এবং ৪০৫ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। ইমাম হাকেম আন-নায়সাপুরী নয় বছর বয়সে হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। বিশ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইরাক ভ্রমণ করেন। তিনি সহস্রাধিক শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। ইমাম আল-হাকেম হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' নামক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আল-হাকেম হাদীস সংকলনে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্বীয় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তাদের অনুসৃত শর্তাবলীর আওতাভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক হাদীস পরিত্যাগ করেন। ইমাম আল-হাকেম তাঁদের পরিত্যাজ্য হাদীসসমূহ যাচাই বাছাই করে এগুলোর সমন্বয়ে 'আল-

মুসতাদরাক' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ যুগে রচিত আরো কতিপয় হাদীসগ্রন্থ ও রচয়িতার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মোসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম সন'আনী (মৃ. ২১১ হি.), ২. কিতাবুল আমওয়াল, আবূ উবায়দ কাসেম ইবনে সাল্লাম (মৃ. ২২৪ হি.), ৩. মুসান্নাফ আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা (মৃ. ২৩৫ হি.), ৪. মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই (মৃ. ২৩৮ হি.), ৫. সুনানুদ দারেমী, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারেমী সমরকন্দী (মৃ. ২৫৫ হি.), ৬. মুসনাদে আবূ হুরাইরা (রা.), ইব্রাহীম ইবনুল আসকারী (মৃ. ২৮২ হি.), ৭. মুসনাদে কবীর, হাসান ইবন সুফয়ান (মৃ. ৩০৩ হি.), ৮. তাহযীবুল আছার, ইবন জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০), ০৯. সহীহ ইবন খোযাইমা, ইবন খোযাইমা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃ. ৩১১ হি.), ১০. মুসনাদ, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃ. ৩১৩ হি.), ১১. শরহু মা'আনিল আছার ও শরহু মুশকিলুল আছার, আবূ জা'ফর তাহাবী মিসরী (৩২১ হি.), ১২. মোজামে কবীর, মোজামে সগীর ও মোজামে আওসাত, সোলাইমান ইবনে আহমদ তবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.), ১৩. সুনানু কুবরা, আবূল হাসান আল দারাকুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), ১৪. মা'আলেমুস সুনান, আবূ সুলাইমান আহমদ ইবন মুহাম্মদ বুস্ত খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি.), ১৫. সুনানু কুবরা, শুআবুল ঈমান, আবূ বকর আল বায়হাকী আল খুরাসানী (মৃ. ৪৫৮ হি.), ১৬. বাহরুল আসানীদ মিন সিহাহিল মাসানীদ, আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবন আহমদ সমরকন্দী হানাফী (মৃ. ৪৯২ হি.)।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পরের যুগ

হাদীস সংকলনের ইতিহাসে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে অনাগত কাল পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত। এ যুগে বিভিন্ন দিক থেকে হাদীস সংকলন রচনা ও হাদীস নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। তবে নতুন কোন সনদসহ নতুন কোন হাদীস সংকলনের আর কোন অবকাশ নেই। কেননা হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সকল হাদীস রাবীদের নিকট হতে সংগৃহিত হয়ে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এ যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী হাদীস গ্রন্থের আলোচনা-সমালোচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কেহ কারো কোন গ্রন্থের সনদ বিচার করেন। কেহ উহার সংক্ষেপণ করেন, আর কেহ উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। কেহ বা বিভিন্ন গ্রন্থের হাদীসসমূহ একত্রিত করে হাদীসের বিশ্বকোষ রচনা করেন। আর কেহ বা বিভিন্ন গ্রন্থ হতে হাদীস নির্বাচন করে সংকলন তৈরী করেন। কেহ হাদীসের দুবোর্ধ্য শব্দসমূহের অভিধান রচনা করেন। কেহ হাদীস সংশ্লিষ্ট অপরাপর ইলম উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগ দেন। একদিকে সকল হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ চূড়ান্তভাবে পরিসমাপ্তি হয়, অন্যদিকে হাদীস সম্পর্কীয় বহু শাখা ইলমের দ্বার উম্মুক্ত হয়, নতুন নতুন জ্ঞানগত বিষয় সৃষ্টি হয়। হাদীসকেন্দ্রীক জ্ঞানগত এ গবেষণা অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হাদীস সংকলনের চূড়ান্তকালের পরের যুগে হাদীসগ্রন্থ সংকলনের ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই বলা হয়েছে, হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সকল হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণের কাজের পরিসমাপ্তি হয়। এ যুগের পরে নতুন করে আর নতুন কোন হাদীস লিখার অবকাশ নেই। কেননা সকল হাদীসই কোন না কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। ফলে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর হাদীস অধ্যয়ন এবং নতুন কোন হাদীসগ্রন্থ সংকলনের মূলভিত্তি হলো পুরাতন হাদীসগ্রন্থ বা ইতোপূর্বে যেসব হাদীসগ্রন্থ লেখা হয়েছে সেগুলো। কেননা সেগুলোই মূলত হাদীসের মূল কিতাব বা মূল উৎস। হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে হলে মুসলিম উম্মাহকে এসকল হাদীস গ্রন্থের ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তবে পূর্বে সংকলিত হাদীসের মূল গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে নানা আঙ্গিকে হাদীসগ্রন্থ সংকলনের অবকাশ এখনো আছে। এরূপ গ্রন্থ সংকলন বা রচনার সুযোগ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। যাতে মুসলিম উম্মাহ হাদীসের জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। যাতে মুসলিম উম্মাহ জীবন চলার পথে হাদীসের জ্ঞানকে নানাভাবে তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি রচিত হাদীস গ্রন্থসমূহের চর্চার গুরুত্ব

হাদীস সংকলনের চূড়ান্তকাল তথা হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি যেসব হাদীসের গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোই মূলত হাদীসের মূল গ্রন্থ। এ গ্রন্থগুলোই মূলত হাদীসের ধারক ও বাহক। এ গ্রন্থগুলোই মূলত হাদীসের জ্ঞানের উৎস। অতএব হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণে এসব গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। অতএব মুসলিম উম্মাহর মূল দায়িত্ব হবে এ গ্রন্থগুলো সংরক্ষণ করা। এসব গ্রন্থে যেন কোন ধরনের পরিবর্তন ও সংযোজন না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর আজোবধি রচিত হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহের সত্যতা যাচাইয়ে এ গ্রন্থগুলোকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা। অতএব এসব হাদীস গ্রন্থসমূহের চর্চা ও সংরক্ষণ করা হলো মুসলিম উম্মাহর বড় আমানত।

উপসংহার

ইসলামী জীবন-দর্শনের প্রথম উৎস হলো আল কুরআন আর দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীস। ইসলাম বুঝার জন্য কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। কুরআন সরাসরি রসূল (স.)-এর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে একদল সাহাবীর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে কুরআন মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত। অন্যদিকে হাদীস সাহাবীদের হৃদয়-মনে সংরক্ষিত ও তাদের আমলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তা গ্রন্থাকারে পূর্ণাঙ্গ অবয়বে লিপিবদ্ধ করতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগে যায়। এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অনেক সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও অনেক প্রতিথযশা মুহাদ্দিস হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনে নিবেদিত ছিলেন আমৃত্যু। যেহেতু হাদীসের সংখ্যা অনেক, যেহেতু দীর্ঘ সময় নিয়ে হাদীস লিপিবদ্ধকরণের কাজ সমাপ্ত হয়, সেহেতু মুহাদ্দিসদের

একাজ করতে গিয়ে এক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়। একাজে নানা রকম জটিলতা তৈরী হয়। একদল ইসলাম বিদ্বেষী-যিন্দিক, কাফের ও মুনাফিক হাদীসের নামে জাল হাদীস তৈরী করে হাদীসের ক্ষেত্রে সন্দেহ, সংশয় সৃষ্টি করে হাদীসের জ্ঞানকে বিলুপ্ত করার অপ-প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এদের হীন ষড়যন্ত্র, নানাবিধ কূট-কৌশলকে মোকাবিলা করে সহীহ হাদীসগুলো আলাদা করে মহানবীর সকল হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা ছিল মুহাদ্দিসদের জন্য এক চ্যালেঞ্জিং কাজ। আল্লাহর অশেষ রহমতে নিবেদিতপ্রাণ মুহাদ্দিসগণ কঠোর অধ্যাবসায় ও সাধনার মাধ্যমে সহীহ হাদীসগুলো আলাদাকরে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত সফলভাবে মোকাবিলা করেন। হাদীসের ব্যাপারে সকল সংশয়-সন্দেহের অপনোদন করেন। মহানবী (স.)-এর যুগ থেকে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস, হাদীসের মৌলিক ও প্রাচীন গ্রন্থগুলোর ধারাক্রম ও অবস্থান সম্পর্কে জানার মাধ্যমে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত ও দিবালোকের মত স্পষ্ট। এ গবেষণার মাধ্যমে যা তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

এক. হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

দুই. যুগে যুগে সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের নাম, ধারাক্রম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান।

তিন. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে আজোবধি সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের ধরণ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। **চার.** হাদীস গবেষণা ও নানা আঙ্গিকে হাদীসগ্রন্থ সংকলনের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

পাচ. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের হাদীসের ভিত্তি যাচাইয়ে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি রচিত গ্রন্থসমূহকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, এসব গ্রন্থে যদি হাদীসটি না পাওয়া যায়, তাহলে হাদীসটি ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে।

ছয়. হাদীসের মূল কিতাবসমূহ জ্ঞান-সাধনা বা চর্চায় রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে কোনো মুনাফিক যেন এসব গ্রন্থে কোনো ধরনের পরিবর্তন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন না করতে পারে।

সাত. হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি যেসব হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়, সেগুলোই হাদীসের মূল কিতাব, হাদীস বিজ্ঞানের মূল উৎস। অতএব, এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বড় আমানত।

তথ্যসূত্র তালিকা

সহীহ আল-বুখারী। কিতাবুল ইলম (হাদীস নং ৮৭, পৃ. ২৪)।

সহীহ আল-বুখারী। কিতাবুল হজ্জ (হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮)।

নূর মোহাম্মদ আ'জমী। (২০০৮). *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস।* ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়।

আস-সুনান আল-আরবা'আহ। *সুনানুন নাসাঈ, সুনানুত তিরমিযী, সুনান আবি দাউদ ও সুনান ইবন মাজাহ।*

সহীহ আল-বুখারী। কিতাবুল ইলম।

সুররাব, ম. ম. হ. (১৯৯৩). *আল-ইমাম আয-যুহরী।* দামিষ্ক: দারুল কলম।

হোসেন, ম. ব. (২০০৯). *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি।* ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (গবেষণাপত্র সংকলন-৭)।

আয-যাহাবী, শ. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৯০)। বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ।

খতীব আল-বাগদাদী। (১৯৩০). তারীখু বাগদাদ (খণ্ড ১৩, পৃ. ৩২৩)। মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ।

আস-সাম'আনী, 'আ. ম.। (১৯৯৮). আল-আনসাব (খণ্ড ৬, পৃ. ৬৪)। বৈরুত: দারুল ফিকর।

আমীন, ম. *মাসানীদুল ইমাম আবী হানীফাহ (রহ.)।* করাচী: প্রকাশক অজ্ঞাত।

থানভী, আ. আ. *ইনহাউস সাকান লিমাই ইউতালি'উ ই'লাআস সুনান* (পৃ. ৭৭)।

হোসেন, ম. ব. (২০০৯). *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি* (পৃ. ১৩৫)। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

খলীফা, হাজী। (১৯৮২). *কাশফুয যুনুন* (খণ্ড ৫, পৃ. ৪৮)। বৈরুত: দারুল ফিকর। সুয়ূতী, জ. *আল-লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব* (খণ্ড ১, পৃ. ৩২৪)।

আমীন, আ. (১৯৫৬). *দুহাল ইসলাম* (খণ্ড ২, পৃ. ২৩৫)। কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদা। আয-যাহাবী, শ. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (খণ্ড ১১, পৃ. ১৮৫)।

তাশ-কুবরা। মিফতাহুস সা'আদাহ (খণ্ড ২, পৃ. ৯৮)।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান। (১৯৮৫). *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ।* বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ। পৃ. ১১১।

যিরাকলা। (১৯৯৭). *আল-আ'লাম* (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৪)। বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাইঈন।

আস-সাখাভী, হাফিয শামসুদ্দীন। (১৯৯৬). *ফাতহুল-মুগীস* (২য় সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃ. ২৭-২৮)। দারুল ইমামিত তাবারী।

ইবন কাসীর। (১৯৯৪). *জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস-সুন্নাহ* (খণ্ড ১, পৃ. ৮৯)। বৈরুত: দারুল ফিকর।

ইবনুল আসীর আল-জাযেরী। (১৯৮৪). *জামি'উল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল* (৪র্থ সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৪)। বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত-তুরাসিল 'আরাবী।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন। *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (খণ্ড ১৪, পৃ. ১২৫)।

আল-খূলী, মুহাম্মদ আবদুল আযীয। (১৯৮২*). মিফতাহুস সুন্নাহ* (পৃ. ৭৯)। মিসরঃ আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ। আস-সাব্বাগ, ম.। (১৯৮২). *আল-হাদীসুন-নববী* (পৃ. ৩৮৭)। আল-মাকতাবাতুল ইসলামী।

রহমান, ম. ম.। *আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা* (পৃ. ১১৯)।

খতীব আল-বাগদাদী। *তারীখু বাগদাদ* (খণ্ড ৯, পৃ. ৫৫)।

ইবন আসাকীর। *তারীখ মাদীনাতি* / দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯১।

ইবনু কাসীর। *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (খণ্ড ১১, পৃ. ৪৭)। ইবন খাল্লিকান। *ওয়াফায়াতিল আ'ইয়ান* (খণ্ড ২, পৃ. ৪০৫)।

ইবন আসাকীর। *তারীখ মাদীনাতি দিমাশক* (খণ্ড ২২, পৃ. ১৯১)।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন। *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (খণ্ড ১৩, পৃ. ২৭৭)।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন। *তাযকিরাতুল হুফফায* (খণ্ড ২, পৃ. ৬৩৬)।

ইবন কাসীর।*জামি'উল মাসানীদ ওয়াস সুনানঃ মুকাদ্দমাহ* (পৃ. ১১১)।

ইবনুল-জাওযী। (১৯৯৫). *আল-মুনতাযাম* (খণ্ড ৭, পৃ. ২০৯)। বৈরুতঃ দারুল ফিকর। ইবনু কাসীর।*আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (খণ্ড ১১, পৃ. ৪৪)।

আল-কাত্তানী।*আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ* (পৃ. ২১)। করাচীঃ মাকতাবাতু নূর মুহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ। খতীব আল-বাগদাদী। *তারীখু বাগদাদ* (খণ্ড ৫, পৃ. ৪৭৩)।

নূর মোহাম্মদ আ'জমী। (২০০৮). *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (পৃ. ৭৮)। ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয়।